হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ১৮৯/২০০৬

মাজেদ ওরফে মোঃ মাজেদ

------সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

------আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০১.০৩.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০২.০৩.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ১৯/২০০১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৫.১০.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবন করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, আদালত নং-১, মানিকগঞ্জ কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৫/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২২.০৪.২০০১ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

আসামী- কোরবান আলী, আব্বাছ, রহমান, রেজ্জাক, ছালমা বেগম, রহমান মিস্ত্রী, আছমান, মাজেদ, জসিম, সিরাজুল উসমান এবং পলাতক আসামী আবদার হোসেন এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধ্রায় বর্নিত অপরাধ হেতু অত্র মোকদ্দমা আনীত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইয়াছে।
		অত্র মোকদ্দমায় প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, আসামী মাজেদ এবং অন্যান্য চার জন আসামী ১ নম্বর আসামীর গবিন্দলস্থ নতুন বাজারে থাকা দোকান ঘর হইতে অবৈধ ভাবে নিরাপত্তাহীন তার দ্বারা প্রায় এক হাজার মিটার দূরে ১ নম্বর আসামী ও অন্যান্য আসামীর বগীতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেন। এই সংযোগের দ্বারা মারাত্মক বিপদ হইতে পারে বিধায় এলাকার লোকজন ১ নম্বর আসামীকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু(পাতা -২) ১নং আসামী তাহাতে কর্নপাত না করে নিরাপত্তাহীন তার দ্বারা বিদ্যুৎ সংযোগের অবৈধ ব্যবসা চালাইয়া যাইতে থাকে। ইং ২৬/৯/১৯৯৭ তারিখ সকাল ৭.০০ ঘটিকার সময় বাদীর ভাগ্নে জিয়া রহমান নিজ বাড়ীর পূর্ব দিকে নিজ পুকুরে গোসল করিবার জন্য যাওয়ার পথে আসামীর নেওয়া অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগের তার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরন করে। বাদীর ভাগ্নের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য আসামীগন দায়ী হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে বাদী সিংগাইর থানায় ইং ২৬/৯/১৯৯৭ তারিখে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন। থানা কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগ যথারীতি গ্রহন করিয়া তদন্তের জন্য মো: তাজুল ইসলাম, এস,আই সিংগাইর থানা দায়িত্ব প্রদান করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার দায়িত্ব সমাপনান্তে আসামীগনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। মামলাটি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আদালত হইতে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য আসিবার পর বদলী সূত্রে অত্র আদালতে আসে এবং ইং ০৭/০৭/১৯৯৯ তারিখে উপস্থিত আসামীগনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন পূর্বক উপস্থিত আসামীগনকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করে। পলাতক আসামী আবদার হোসেন কোর্টে উপস্থিত না থাকায় তাহাকে উক্ত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনানো সম্ভব হয় নাই। তবে তাহার বিরুদ্ধেও একই ধারায় বিধি মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হয়। অত্র কেসে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে মোট ১৩ (তের) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। উক্ত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হইবার পর অসামীগনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারার বিধি মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। আসামীগন পুন:রায় নিজেদেরকে নির্দোশ বলিয়া দাবী করেন। আসামীপক্ষ হইতে কোন সাফাই সাক্ষ্য বা লিখিত বিবৃতি দাখিল করা হয় নাই। তবে তাহাদের নিযুক্তিয় বিজ্ঞ কৌসুলী জেরা হইতে জানা যায় যে, আসামীগন সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আসামীদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কারনে অত্র কেসে জড়ানো হইয়াছে। -: বিচার্য বিষয়:- ১) আসামীগন পরস্পর যোগাযোগে ও সম্মতিতে উক্ত অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ পূর্বক (পাতা-৩) বাদীর ভাগ্নের মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছিল কিনা? ২) আসামীগনের বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগ সঠিক বলিয়া প্রমানিত হইয়াছে কিনা? -: আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:- আলোচনার সুবিধার্থে অত্র বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হইল। অত্র কেসে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে মোট তের জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে প্রদান করা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইয়াছে।উক্ত সাক্ষীগনের মধ্যে পিডব্লিউ-১ হিসাবে বাদী মো: মোস্তফা এজাহারের বর্নিত অনুরুপ সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি এজাহার প্রদ:১ এবং তাহাতে তাহার টিপ সঠিক বলিয়া উল্লেখ করেন। জেরার উত্তরে এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, মৃত জিয়া রহমানের তিনি মামা হন । মৃত জিয়া রহমানের বাবা জীবিত আছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে ১নং আসামী মাজেদের দোকানে অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়া হইয়াছিল এবং উক্ত দোকান হইতে অন্যান্য আসামীদের বাড়ীতে অবৈধ সংযোগ নেওয়া হইয়াছিল এই মর্মে সিরাজের দোকান হইতে আসামী জসিম এর দোকানে বৈদ্যুতিক লাইন নেয়, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তবে এই লাইন নেওয়ার তারিখ, সন, মাস তিনি বলিতে পারেন নাই। আসামীদের অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন নেওয়ার বিষয়ে গ্রামবাসীরা কে কে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এজাহারে সুনিদিষ্ট ভাবে উল্লেখ হয় নাই বলিয়া তিনি জানান। অপর এক প্রশ্নের জবাবে পিডব্লিউ-১ উল্লেখ করেন যে, মাজেদার দোকান হইতে পুকুরের দূরত্ব $\frac{১}{২}$ কিলোমিটার হইবে এবং এই দূরত্বের মধ্যে কোন বৈদ্যুতিক খুটি ছিল না। ঐ $\frac{১}{২}$ কি মি দূরত্বেও মধ্যে মৌলভী সাহেবের জমির উপর একটি বাশের খুটি ছাড়া অন্য কোন খুটি তিনি দেখেন নাই বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান যে, আসামীরা অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন বাশের খুটি দিয়া নিয়াছে তদমর্মে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিকট তিনি জানান নাই। আসামী মাজেদ এর দোকান হইতে আসামী সিরাজ'র দোকানে বৈদ্যুতিক লাইন নেওয়া হইয়াছে এবং সিরাজের লাইন হইতে আসামী মাজেদ বাড়ীতে অবৈধ বিদ্যুতিক লাইন নেওয়া হইয়াছিল তাহা তিনি এজাহারে উল্লেখ করেন নাই বলিয়া জানান। তিনি আরও জানান যে, আসামী কোরবান আলী রহমান মিস্ত্রী, আ: রহমান, রেজ্জাক, আছমান ও ছালমা বেগম সম্পর্কে পল্লী বিদ্যুৎ (পাতা-৪) কর্তৃপক্ষের বরাবরে তিনি কোন অভিযোগ দেন নাই। আসামী ছালমা বেগম'র বাড়ী আজিমপুর গ্রামে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। বর্নিত আসামীর অবৈধ ভাবে একে অপরের বাড়ী বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন পুর্বক বাদীর ভাগ্নের মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছিল, তদমর্মে প্রসিকিউশন পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। বাদীর ভাগ্নে আসামীদের অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইনে পিষ্ট হইয়া মারা যায় নাই মর্মে প্রদত্ত সাজেশনেও এই সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছে। *পি,ডব্লিউ-২ হিসাবে বাবুল তাহার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, আসামীরা অবৈধ লাইন নেওয়ার ফলে বাদীর ভাগ্নে উক্ত অবৈধ লাইন দ্বারা পিষ্ট হইয়া মারা যায়। আসামীদের উক্ত অবৈধ লাইন নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করা সত্বেও তাহার কথায় আসামীরা কর্ণপাত করে নাই বলিয়া তিনি জবাবন্দিতে উল্লেখ করেন। জেরার উত্তরে এই সাক্ষী জানান তিনি মৃত জিয়া রহমানের চাচাত নানা। তিনি পুলিশের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন নাই যে, তিনি চিৎকার শুনিয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া মৃত জিয়াকে বৈদ্যুতিক তার দ্বারা জড়ানো দেখিয়াছিলেন।মৃত জিয়া রহমান এর দুই হাতে এবং গলায় বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ দেখিয়াছিলেন। আসামীদের অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন নেওয়ার ব্যাপারে থানা বা বিদ্যুৎ অফিসে তিনি জানান নাই বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান যে, আসামী মাজেদ এর দোকান হইতে পুকুর পার $\frac{১}{২}$ কি মি দূরত্ব হইবে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাজেদের দোকান হইতে পুকুর পার কোন বৈদ্যুতিক খুটি ছিল না । তবে মাঝে মাঝে বাশ দিয়া লাইন নেওয়া হইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে বাশের খুটি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, আসামী বোরহান ও জানুর সাথে তাহার মামলা রহিয়াছে। মাজেদের দোকান হইতে পুকুর পার পর্যন্ত কোন অবৈধ লাইন ছিল না এবং আসামীদের বাড়ীতেও কোন অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন ছিল না এই মর্মে প্রদত্ত সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। *পি,ডব্লিউ-৩ হিসাবে বাচ্চু মিয়া তাহার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, সিরাজের দোকান থেকে আসামীর অবৈধ ভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেয় এবং উক্ত সংযোগ ছেড়া এবং ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এই অবৈধ সংযোগের তারে তাহার ছেলে বিদ্যুৎ পিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। জেরার উত্তরে তিনি জানান যে, ঘটনার দিন সকালে তাগাদা করিবার জন্য তিনি গ্রামে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি ছেলেকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। কবে কে বিদ্যুৎ লাইন নিয়াছিল, তাহা তিনি জানেন না বলিয়া উল্লেখ করেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে পি,ডব্লিউ-৩ উল্লেখ করেন যে, পুকুরের পশ্চিম দিকে তাহার বাড়ী এবং পুকুরের পূর্ব-দক্ষিনে মাজেদের বাড়ী অবস্থিত। কোর্টে উপস্থিত বৈদ্যুতিক তার গুলি কোথা হইতে পুলিশ নিয়াছে তাহা তিনি বলিতে (পাতা-৫)পারেন নাই। এজাহারকারী মাজেদের নিকট হইতে ৫,০০০/= টাকা ধার দিয়াছিল কিনা,তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। ঐ টাকাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট শত্রুতা পুরন করিবার জন্য মাজেদ সহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে এই মর্মে প্রদত্ত সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।* *পি,ডব্লিউ-৪ মো: আনিছুর রহমান জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, মাজেদের দোকান থেকে সিরাজের দোকানে আসামীরা বিদ্যুতের লাইন নেয় এবং সেখান থেকে আসামীরা অবৈধ বিদ্যুতের লাইন নেয়। ঐ লাইন ত্রুটিপূর্ণ এবং তার ছেড়া থাকায় জিয়া রহমান বিদ্যুৎ পিষ্ট হইয়া মারা যায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। জেরার উত্তরে পি/ডব্লিউ-৪ উল্লেখ করেন যে, মাজেদের ঘর হইতে সিরাজ এবং সিরাজের ঘর হইতে আসামীরা অবৈধ বিদ্যুতের লাইন নেওয়ার কথা তিনি পুলিশকে বলিয়াছিলেন। জিয়া গোসল করিতে যায় এবং বিদ্যুতের তার মিচু ছিল ঐ তার জিয়ার গলায় হাতে পিষ্ট হইয়া জিয়া মারা য়ায এই কথা তিনি দারোগাকে বলিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তবে আসামীরা কবে কখন অবৈধ লাইন নিয়াছেন তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। বাচ্চুর বাড়ীতে বিদ্যুবের লাইন আছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।* *পি,ডব্লিউ-৫ হিসাবে হাওয়া বিবি তাহার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, জিয়া রহমান অবৈধ লাইনের দ্বারা পিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছে। জেরার উত্তরে এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, আনিছ ও আবতাব তাহার নিকট হইতেও বিদ্যুতের লাইনের সংযোগ চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি দেন নাই। অন্যান্য লাইন কে কবে নিয়াছে তাহা তিনি জানেন না বলিয়া উল্লেখ করেন। তারের সাথে পিষ্ট হইয়া বাচ্চু মিয়ার পুত্র মারা যায় বলিয়া তিনি জেরার উত্তরে জানান।* *পি,ডব্লিউ-৬ হিসাবে লাবলু মিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি জব্দ তালিকা প্রদ: নং-২ এবং তাহাকে তাহার নিজের স্বাক্ষর প্রদ নং-২/২ এবং উদ্ধারকৃত বৈদ্যুতিক তার বস্তু প্রদ: নং এ সঠিক বলিয়া উল্লেখ করেন। জেরার উত্তরে এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে,*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী জসিম, মাজেদ, আব্বাছ, সিরাজ ও উসমান এর বাড়ী থেকে পুলিশ এই বৈদ্যুতিক তার গুলি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি কতগুলি তার উদ্ধার করিয়াছেন তাহা বলিতে পারেন নাই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে পি,ডব্লিউ-৬ জানান যে, লাইন টানা ছিল এবং সেই অবস্থায় তদন্তকারী কর্মকর্তা তারগুলি উদ্ধার করিয়াছেন । কয়টা খুটির উপর এই তার গুলি টাকা ছিল তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। *পি,ডব্লিউ-৭ হিসাবে রাহেলা বেগম জবানবন্দি প্রদান করেন । তিনি জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, মাজেদ, সিরাজ, আব্বাছ, জসিম ও উছমান অবৈধ লাইন তাহাদের স্ব-স্ব বাড়ীতে (পাতা-৬) সংযোগ করে এবং এই অবৈধ লাইনের দ্বারা পিষ্ট হওয়া তাহার ছেলে মারা যায়। তিনি জেরার উত্তরে জানান যে, এই পাঁচ জন আসামীর অবৈধ লাইন নেওয়ার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তবে লাইন নেওয়ার তারিখ ও সময় তিনি বলিতে পারিবেন না । আসামী ছালমা বেগম এর পক্ষে নিযুক্তিয় কৌসুলী জেরার উত্তরে পি/ডব্লিউ-৭ উল্লেখ করেন যে, তাহার অভিযোগ শুধু পাচ জন আসামীর বিরুদ্ধে। তার ঐ পাচ জন সাক্ষীর মধ্যে আসামী ছালমা নাই বলিয়া তিনি জানান।* *পি.ডব্লিউ-৮ হিসাবে মোতালেব সাক্ষ্য প্রদান করেন । সুরতহাল রিপোর্ট তাহার সই প্রদ: নং ৩/১ সঠিক বলিয়া উল্লেখ করেন। জেরার উত্তরে এই সাক্ষী জানান যে, ঘটনার সময় ও এখনও অবদারের বাড়ীতে বিদ্যুৎ লাইন নাই। আসামী ছালমা বেগম ও কোরবান আলীর বাড়ীতে বিদ্যুৎ লাইন নাই, তবে অন্য আসামীদের বাড়ীতে বিদ্যুতের লাইন আছে কিনা তাহা তিনি মনে করিয়া বলিতে পারেন নাই।* *পি/ডব্লিউ-৯ হিসাবে দেওয়ান মাজহারুল হক সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি সুরতহাল রিপোর্ট তাহার সই প্রদ: নং ৩/২ সঠিক বলিয়া উল্লেখ করেন। জেরার উত্তরে এই সাক্ষী জানান যে, আসামী আবদার হোসেনের বাড়ীতে ঘটনার সময় বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল কিনা, তাহা তিনি জানেন না।* *পি/ডব্লিউ-১০ হিসাবে আতাউর রহমান জবানবন্দি প্রদান করিয়া বলেন যে, লাশের গলায় ও দুই হাতে কালো পোড়া দাগ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। সুরতহাল রিপোর্ট-এ তাহার সই প্রদ: নং ৩/৩ সঠিক বলিয়া উল্লেখ করেন।ঘটনার সময় আসামী আবদার হোসেনের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক লাইন ছিল না বলিয়া উল্লেখ করেন।* *পি/ডব্লিউ-১১ হিসাবে ডাক্তার কে,এম তারিক জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি তাহার রিপোর্ট প্রদঃ নং ৪ এবং রিপোর্টে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ নং ৪/১ সঠিক বলিয়া উল্লেখ করেন। এই সাক্ষীকে আসামীপক্ষ হইতে কোন জেরা করা হয় নাই।* *পি/ডব্লিউ-১২ কে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে 'টেন্ডার' করা হয়।* *পি/ডব্লিউ-১৩ হিসাবে তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ তাজুল ইসলাম জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি সুরতহাল রিপোর্ট প্রদঃ নং ৩ এবং তাহাতে তাহার সই প্রদঃ নং ৩/৪, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র প্রদঃ নং ৫ এবং সূচীপত্র প্রদঃ ৬ তাহাতে তাহার স্বাক্ষরদ্বয় প্রদর্শনী নং ৫/১ ও ৬/১ এফ.আই.আর ফরম প্রদঃ নং -৭ তাহাতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, বাদী তাহার এজাহারে আসামী আবদার হোসেনের নাম বলে নাই। ঘটনার সময় আসামী আবদার হোসেন বিদেশে (পাতা-৭) ছিল কিনা, তাহা তিনি স্মরন করিয়া বলিতে পারেন নাই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, বাবুল তাহার জবানবন্দিবে বলেন নাই যে, তিনি চিৎকার শুনিয়া জিয়াকে বৈদ্যুতিক তারে ঝুলিয়া*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থাকিতে দেখেন এবং মৃত জিয়ার দুই হাতে ও গলায় তার পেচানো দেখিতে পাইয়া বাশ দ্বারা মৃত জিয়ার দেহ হইতে বৈদ্যুতিক তার মুক্ত করেন । তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ঘটনার সময় মজিবর, মাজেদের দোকানের মেইন সুইচ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, এ কথা তিনি বাবুলকে বলেন নাই। বাচ্চু মিয়া তাহার জবানবন্দিতে বলেন নাই যে,গবিন্দল গ্রাম থেকে আসামীরা $\frac{১}{২}$ মাইল পর্যন্ত অবৈধ লাইন নিয়াছে বা বদুর দোকান হইতে মাচেদ লাইন নিয়াছে বা সিরাজের দোকান হইতে মাজেদ অবৈধ লাইন নিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ঘটনাস্থলের বৈদ্যুতিক তার জব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া জানান। তবে কোন খুটি পান নাই। অপর এক প্রশ্নের জবাব তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, সাক্ষ্য প্রমানে আসামী ছালমা বেগম এর সম্পৃক্ততা তিনি পাইয়াছেন। *উপরোক্ত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য, এজাহার, অভিযোগপত্র, জব্দ তালিকা, সুরতহাল ও ময়না তদন্তের রিপোর্ট, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র এবং সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয় যথাযথ ভাবে পর্যলোচনা ও বিশ্লেষন করিয়াছি। উক্ত পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার তারিখ ও সময় এজাহারকারীর ভাগ্নে নিজ বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে গোসল করিতে যাওয়ার সময় অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগকৃত তারে জড়াইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, এই বিষয়ে বস্তুতঃ কোন বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব নাই। আলোচ্য ক্ষেত্রে এই বিষয়টি শুধু বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, উক্ত নির্মম ও করুন মৃত্যুর সহিত আসামীগনের সম্পৃক্ততা রহিয়াছে কিনা? প্রসিকিউশনপক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে যে, আসামী মাজদ তাহার দোকান ঘর হইতে নির্ভর যোগ্যহীন বৈদ্যুতিক তার দ্বারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবহেলার মাধ্যমে অবৈধ ভাবে প্রায় ১০০০ মিটার দূরে তাহার নিজ বাড়ীতে এবং অন্যান্য আসামীদের বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেন। উক্ত অবৈধ সংযোগের কারনে বিপদ হইতে পারে বিধায় এলাকার লোকজন আসামী মাজেদকে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহার অবৈধ ব্যবসা চালাইতে থাকেন । প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আসামীগন এই অবৈধ সংযোগ অত্যান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং অবহেলার মাধ্যমে দেওয়ার কারনেই ভিকটিম জিয়া রহমানের মৃত্যু হয়। প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে আসামীগনের এইরুপ অপরাধ মূলক কার্যের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন।* *পক্ষান্তরে আসামীপক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে যে, এজাহারকারীর ভাগ্নে জিয়া রহমান বৈদ্যুতিক তার দ্বারা পিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছে সত্য এই বিষয়ে তাহাদেও ভিন্ন কোন বক্তব্য নাই (পাতা ৫-৮) বটে, তবে উক্ত ঘটনার সহিত তাহারা জড়িত নয় মর্মে দাবী করেন। আসামীপক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলীগন আরও উল্লেখ করেন যে, আসামী মাজেদ তাহার দোকান হইতে ১০০০ মিটার দূর পর্যন্ত অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন তাহার নিজ বাড়ীসহ আসামীদের বাড়ীতে সংযোগ দিয়াছেন এবং সংযোগের কারনে এজাহারকারীর ভাগ্নে জিয়া রহমান মারা গিয়াছে, তাহা প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমান করিতে সমর্থ হন নাই। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ সিনিয়র কৌসুলী জনাব মোসলেম উদ্দিন হাবু মিয়া তাহার সওয়াল জবাবকালে উল্লেখ করেন যে, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, আসামীগন পারস্পরিক অবৈধ ভাবেই বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াছিল, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আদালতকে বিচার করিতে হইবে যে, উক্ত অবৈধ সংযোগের কারনে ভিকটিম জিয়া রহমান বিদ্যুৎ পিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছিল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কিনা এবং দন্ড বিধির ৩০৪(ক) ধারায় বর্নিত কোন অপরাধ আসামীগন করিয়াছিলেন কিনা? তিনি আরও বলেন সাক্ষ্য প্রমান ও সম্পৃক্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইবে যে, আসামীর বাড়ী হইতে মাজেদের বাড়ীর দূরত্ব অনেক। আসামী মাজেদ যদি অবৈধ ভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়া থাকে, তবে সেই অবৈধ বিদ্যুতের তার দ্বারা ভিকটিম জিয়া রহমান নিজ বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে গোসল করিতে যাওয়া কালে উক্ত অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগকৃত তারে জড়াইয়া তাহার মৃত্যু হওয়ার কোন কারণ ছিল না। বিজ্ঞ কৌসুলী আরও উল্লেখ করেন যে, এজাহারে বর্নিত ঘটনাস্থল সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা সমর্থিত এবং প্রমানিত হয় নাই। তিনি নিবেদন করেন যে, ভিকটিম জিয়া রহমান বৈধ বা অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগকৃত তারে জড়াইয়া দুঘটনার শিকার হন তাহা স্পষ্ট হয় নাই।অধিকন্ত ভিকটিম প্রকৃত অর্থে কোন জায়গায় মারা গিয়াছে তাহা সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রসিকিউশন পক্ষ স্পষ্ট করিতে ব্যর্থ হওয়ায় 'বেনিফিট অব ডাউট' এর নীতির আলোকে আসামীগন সম্পূর্ণ খালাস পাইতে আইনতঃ হকদার।আসামীপক্ষের অপর বিজ্ঞ কৌসুলীগন তাহাদের স্ব স্ব সাওয়াল জবাবে উল্লেখ করেন যে, বাদী এজাহারে আসামী মাজেদ, আন্নেস জসিম, সিরাজ ও উসমানে নাম উল্লেখ করিয়াা অভিযোগ দায়ের করেন, কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা অজ্ঞাত ও রহস্য জনক কারণে নিরাপরাধ ব্যক্তিদেরকেও এই কেসে আসামী করিয়া হয়রানী মূলক অভিযোগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। বিজ্ঞ কৌসূলী এই প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, গোবিন্দল গ্রামের সহিত আজিমপুর গ্রামের বহুদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া বিবাদ ও দ্বন্দ্ব থাকায় উক্ত দ্বন্দ্বেও সুত্র ধরিয়া শত্রু পক্ষীয় লোকদের অযথা হয়রানী ও ভোগান্তি করিবার জন্য বাদী তাহার ভাগ্নে জিয়া রহমানের মৃত্যু ঘটনাকে একটি সুযোগ হিসাবে গ্রহন করিয়াছেন এবং তাহাদেরকে শায়েস্তা করিবার জন্য নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে আসামী করিয়াছে। আসামীপক্ষ হইতে বাদীকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হইয়াছে যে, আসামী মাজেদ বাদীর নিকট ৫,০০০/= টাকা পাওনা ছিল। উক্ত টাকা মাজেদ চাইলে বাদী মাজেদের প্রতি বিরক্ত হন এবং ভাগ্নে জিয়া রহমানের মৃত্যুর সুযোগে (পাতা–৯) আসামী মাজেদ এবং তাহার আত্মীয়দের অভিযুক্ত করিয়া বাদী এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে উল্লেখ করেন যে, আসামী মাজেদ তাহার দোকান হইতে অবৈধভাবে নিজ গৃহে এবং আসামীদের গৃহে উক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াছিলেন তাহা সকল সাক্ষী প্রমান দ্বারা সুস্পষ্ঠভাবে প্রমানিত হইয়াছে। আসামী মাজেদ অন্যান্য আসামীদের সহযোগীতায় একই অভিপ্রায় পুরন কল্পে উক্ত অপরাধ মূলক ঘৃন্য কার্য করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক ভাবে প্রমানিত হইয়াছে বলিয়া প্রসিকিউশন পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী দাবী করেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য ও সম্পৃক্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া আসামীগনের বিরুদ্ধে ইং ০৭/০৭/১৯৯৯ তারিখে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/ ৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্তির পর আসামীদেরকে বিধি মোতাবেক ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু আসামীপক্ষ হইতে কোন সাফাই সাক্ষী বা লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন নাই। আসামীরক্ষ হইতে কোন সাফাই সাক্ষী বা লিখিত দাখিল করেন নাই বটে, কিন্তু আনীত অভিযোগ সকল সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমান করিয়া দায়িত্ব প্রসিকিউশনের। এই ক্ষেত্রে আসামীপক্ষ কোন পদক্ষেপ না করিলেও কেস প্রমানের ক্ষেত্রে তাহার কোন প্রভাব পরে না। সুতরাং সামগ্রিক বিষয় সতর্ক ভাবে বিশ্লেষন ও বিবেচনা

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করা প্রয়োজন যে, প্রসিকিউশন পক্ষ তাহাদের বক্তব্য প্রমানে সকল সন্দেহের উর্দ্ধে সমর্থ হইয়াছে কিনা? প্রসিকিউশনপক্ষ দৃঢ়ভাবে দাবী করিয়াছে যে, ভিকটিম জিয়া রহমান বৈদ্যুতিক তারে জড়াইয়া মারা গিয়াছে এবং আসামীগনই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। আসামীগন তাহাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবহেলা পূর্ণ অপরাধমূলক কাজের মাধ্যমে ভিকটিমের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন বলিয়া প্রসিকিউশন পক্ষ দাবী করেন। এই সকল বক্তব্য, সাক্ষ্য, প্রমানাদি এবং সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আসামী মাজেদ তাহার দোকান ঘর হইতে ১০০০ মিটার দীর্ঘ অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন তাহার নিজ এবং অন্যান্য আসামীদের গৃহে সংযোগ প্রদান করেন। এই দীর্ঘ পথ তাহারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং অবহেলা পূর্নভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করায় ভিকটিম জিয়া রহমান ঘটনার তারিখে ও সময়ে নিজ বাড়ীর পূর্ব দিকে গোসল করিতে যাওয়ার পথে এই করুন মৃত্যুর শিকার হন। আসামী মাজেদ এই দুর্ঘটনার অন্যতম স্থপতি তাহা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না। এজাহাকরীর সহিত তাহার শত্রুতা রহিয়াছে বা অন্য কোথাও বৈদ্যুতিক লাইনের কারনে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ইত্যাদি বিষয়ে আসামী মাজেদ ও এজাহাওে বর্নিত আসামীগন তাহাদের বক্তব্য প্রমান করিতে পারেন নাই।বরং প্রসিকিউশনপক্ষ প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, আসামী মাজেদ ও এজাহারে বর্নিত আসামীগন এই নির্মম মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ন দায়ী। আরও (পাতা-১০) প্রমানিত হইয়াছে যে, আসামী মাজেদ অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ নিজে নেন এবং অন্যকে দেন। তাহার এই অপরাধমূলক কার্যের সহযোগী হইতেছে এজাহারে বর্নিত আসামীগন । আসামী জসিম, সিরাজ ও উসমান তাহারা আসামী মাজেদের নিকট হইতে উক্ত অবৈধ সংযোগ গ্রহন করায় একটি বিশাল এলাকা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে এবং আসামীগনের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবহেলা পূর্ণ অপরাধ মূলক কার্য্যের ফলে এই মর্মান্তিক মৃত্যু হওয়ায় উপরোক্ত আসামীগনকে আনীত অভিযোগে অভিযুক্ত করা সংগত বলিয়া মনে করি। সুতরাং তাহাদের অপরাধমূলক অভিন্ন অভিপ্রায় দ্বারা এই দুর্ঘটনা ঘটায় তাহারা দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি পাইতে আইনতঃ অধিকারী। *ভিকটিম জিয়া রহমানের মা (পি.ডব্লিউ-৭) এবং অন্যান্য সাক্ষীগনের সাক্ষ্য দ্বারা আসামী কোরবান আলী, আব্বাছ, রেজ্জাক, ছালমা বেগম, অবদার হোসেন, রহমান মিস্ত্রী এবং পলাতক আসামী আসমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাহারা সম্পূর্ণভাবে আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে অধিকারী। আসামী মাজেদ এই দুর্ঘটনার মূল স্থপতি হওয়ায় তাহাকে অন্যান্য আসামী অপেক্ষা অধিকতর গুরুদন্ড প্রদান করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি। কিন্তু আসামী জসিম, সিরাজ ও উসমান একই ভাবে অত্র কেসে জড়িত হওয়া সত্বেও অপরাধের ধরন, গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত লঘুদন্ড প্রদান হইল। তবে আসামী জসিম দীর্ঘকাল যাবৎ পলাতক থাকায় এবং আইন ও বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকায় তাহাকে আসামী সিরাজ ও উসমান অপেক্ষা অধিকবর দন্ড প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।* *ইহাই আমার অভিমত।* *অতএব,* *আদেশ হয় যে,* *অত্র মামলার আসামী মোঃ মাজেদ, পিতামৃত সাইজুদ্দিনকে দন্ড বিধির*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩০৪(ক) ধারায় অভিযুক্ত করিয়া ৪(চার) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬(ছয়)মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। আসামী সিরাজ ও উসমানকে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে ২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং পলাতক আসামী জসিমকে একই ধারায় ৩(তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং তাহাদের প্রত্যেককে একসাথে ৫,০০০/- টাকা করিয়া জরিমানা অনাদায়ে তাহাদের প্রত্যেককে আরও ৬(ছয়)মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। আসামীগন উক্ত জরিমানার টাকা জমা দিলে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে ভিকটিম জিয়া রহমানের মাতা/পিতা প্রাপ্ত হইবেন। আসামী জসিম পলাতক থাকায় তাহার গ্রেফতারের তারিখ হইতে এই দন্ডাদেশ কার্যকরী হইবে। *আসামী কোরবান আলী, রেজ্জাক, ছালমা বেগম, রহমান মিস্ত্রী, আবদার হোসেন, রহমান ও পলাতক আসামী আব্বাস এবং আসমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাহাদেরকে অত্র অভিযোগের দায় হইতে সম্পুর্ন অব্যাহতি পূর্বক বেকসুর খালাস প্রদান করা হইল। খালাস প্রাপ্ত আসামীগন অন্য কোন কেসে বা বিষয়ে জড়িত না থাকিলে তাহাদিগকে এক্ষনই মুক্তি দেওয়া হউক। পলাতক আসামী জসিম এর বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করিবার জন্য অত্র রায়ের একটি কপি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ বরাবরে দেওয়া হউক এবং শাস্তি প্রাপ্ত আসামীগনকে বিনা মূল্যে অত্র রায়ের কপি এক্ষনই প্রদান করা হউক।* *আমার কথিত মতে লিখিত ও সংশোধিত* *স্বাক্ষর/অস্পষ্ট* *মোঃ আখতার হোসেন* *২২/০৪/২০০১* *সহকারী দায়রা জজ-১* *মানিকগঞ্জ।* *স্বাক্ষর/অস্পষ্ট* *মোঃ আখতার হোসেন* *২২/০৪/২০০১* *সহকারী দায়রা জজ-১* *মানিকগঞ্জ।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ১৯/২০০১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৫.১০.২০০৫ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *''মানিকগঞ্জ বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ জনাব মোঃ আখতার হোসেন এর আদালতের দায়রা ৫/৯৮ নম্বর মামলায় গত ২২.৪.২০০১ ইং তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত আসামী মো: মাজেদ, উসমান এবং সিরাজ কর্তৃক আনীত এই ফৌজদারী আপীল।* *আপীলের স্মারকের বর্ণনা সংক্ষেপে এই যে, মামলার এজাহারকারী মো: মোস্তফা গত ২৬.৯.৯৭ ইং তারিখে সিংগাইর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয় যে, আসামী মাজেদ, আনেস, জসিম, সিরাজ, ওসমান দীর্ঘদিন যাবৎ গোবিন্দল নতুন বাজারে থাকা দোকান ঘর হইতে অবৈধ ভাবে বৈদ্যুতিক তার দ্বারা প্রায় ১০০০ মিটার দুরে ১নং আসামীর বাড়িতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লয় এবং অন্যান্য আসামীদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ লয়। অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে বিপদ ঘটিতে পারে আশংকায় এলাকার লোকজন ১নং আসামীকে অবৈধ বিদুতের সংযোগ লইতে নামা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করে ও বাধা দেয় কিন্তু ১নং আসামী কর্ণপাত করে না । সে আরো বলে যে, বিদ্যুৎ সংযোগে কেহ মারা গেলে তাহার কিছু আসে যায় না। *২৬.৯.১৯৯৭ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার সকাল অনুমান ৭.০০ টার সময় তাহার ভাগনে মো: জিয়াওর রহমান তাহাদের বাড়ির পূর্ব দিকে পুকুরে গোসল করার জন্য যাওয়ার পথে ১নং আসামীর বাড়িতে লওয়া অবৈধ বিদ্যুতের তারে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। তাহার ভাগনের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য আসামীরা দায়ী। তাহার ধারনা ভাগ্নেকে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে মারার জন্য এই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাই তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনায় সিংগাইর থানায় অভিযোগ দায়ের করে।* *সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এজাহারকারীর অভিযোগটি এজাহাররুপে গন্য করিয়া মামলা রুজু করেন। সিংগাইর থানার মামলা নম্বর ১৯ তারিখ ২৬.৯.৯৭। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামী মো: মাজেদ, উসমান ও সিরাজসহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে দ: বি: ৩০৪(ক)/১০৯ ধারায় অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হইলে অভিযোগপত্র দাখিল করে। মামলাটি বিচারের জন্য সহকারী দায়রা জজ আদালতে বদলী হয়। দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামীগন নির্দোষ দাবী করেন । মামলা প্রমান এর জন্য প্রসিকিউশন পক্ষ ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দেয়। আসামীপক্ষ জেরা করে। সাক্ষ্য জেরা সমাপ্ত হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৪২ ধারামতে আসামীদেরকে পরীক্ষা করা হয়। আসামী কোন সাফাই সাক্ষী দেয় নাই বা কোন বক্তব্য প্রদান করেন নাই।* *বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সাক্ষ্য প্রমানে আসামী মাজেদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩০৪(ক) ধারার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হইলে ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড সহ ৫,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন এবং আসামী উসমান ও সিরাজকে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া প্রত্যেককে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড সহ ৫,০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন।* *উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হইয়া দন্ডিত আসামী মাজেদ, ওসমান ও সিরাজ এই ফৌজদারী আপীল আনয়ন করেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় সম্পর্কে আপীলের স্মারকে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞ নিম্ম আদালত ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৪২ ধারা সঠিক ভাবে প্রতিপালন করেন নাই। এই মামলায় কোন ঘটনাস্থল নাই। এতদসত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বেআইনীভাবে আসামীদেরকে দন্ডিত করিয়াছেন।* *ফরিয়াদী পক্ষ অবৈধ বিদ্যুৎ তারের কোন অসত্ব প্রমান করিতে পারে নাই এবং নিরপেক্ষ ও বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগ প্রমান করিতে পারে নাই। তাই, উক্ত ত্রুটিপূর্ন রায় ও দন্ডাদেশ রদ রহিত যোগ্য এবং আসামীগন নির্দোষ সাব্যস্থে খালাস পাওয়ার যোগ্য।* *অপরদিকে বিজ্ঞ এ,পি,পি বলেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ফরিয়াদীপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সকল সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমান করিয়াছেন এবং বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিক ভাবে আসামীদেরকে দোষী সাব্যস্থ করিয়া দন্ডিত করিয়াছেন। আপীলের কোন কারন ও মেরিট না থাকায় আপীলটি নামঞ্জুর যোগ্য।* ***বিবেচ্য বিষয়:-***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ রদ রহিত যোগ্য কিনা এবং আপীলটি মঞ্জুরক্রমে আসামীগন নির্দোশ সাব্যস্থে খালাস পাওয়ার যোগ্য কিনা ? *-: **আলোচনা ও** সিদ্ধান্ত :-* *উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য শুনানী অন্তে নথি পর্যালোচনা করিলাম। আপীলকারী আসামীগনের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি সাবমিছন রাখেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিক ভাবে ফৌজদারী কা: বি: ৩৪২ ধারার কার্য্যক্রম প্রতিপালন করেন নাই।* *নথি পর্যলোচনা করিলে দেখা যায় আসামী মাজেদ, সিরাজ ও উসমান এই তিন জনকে রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী সমাপ্তির পর ৮/৪/২০০১ইং তারিখে ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হয়। অসামীদের সাফাই সাক্ষী সম্পর্কে এবং কোন কিছু বলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাহারা সাফাই সাক্ষী দিবে না বলিয়া জানায় এবং কিছু বলিবে না বলিয়া জানায়। কিন্তু এই মামলায় ১৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছে। আসামীর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী কি বক্তব্য দিয়াছে তাহা অসামীদের গোচরে আনা হয় নাই এবং এই বিষয়ে সাক্ষীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষী সাক্ষ্যেও সারমর্ম ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৩৪২ ধারার কার্য্যক্রম পৃথক পৃথক ভাবে বর্ননা করিয়া আসামীদের গোচরে আনা হয় নাই। ইহা একটি আইনগত অনিয়ম বটে।* *আসামীগন সাক্ষ্য জেরা গ্রহন কালে আদালতে হাজির থাকিয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য জেরা অবলোকন করে এবং আসামীদেরকে পরীক্ষা করার সময় আসামীদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ সম্পর্কে আসামীদের গোচরে আনা হয়। তাই, আসামীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকায় তাহারা আইনত ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই।* *মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের একটি রুলিং-এ বলা আছে যে, ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৩৪২ ধারায় আসামীকে পরীক্ষা করার সময় সাক্ষ্যতে প্রকাশিত কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট ভাবে আসামীর দৃষ্টিতে আনা হইতে বাদ পড়িলে সেসব সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। বিশেষতঃ যখন সে ঐ বিষয়ে জ্ঞাত থাকে। ১৬ বি,এল,ডি(এডি), ২৯৩ পৃষ্ঠা।* *মিজানুর রহমান-----//বনাম//--------- রাষ্ট্র।* *ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৩৪২ ধারা পূঙ্খানুপূঙ্খ ভাবে প্রতিপালন না হইলেও আসামী ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কোন যথাযথ কারন দেখা যায় না।* *আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আরগুমেন্ট কালে যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করেন তাহা হইল এই যে, এই মামলায় ফরিয়াদী পক্ষে কোন নির্দিষ্ট ঘটনাস্থল প্রমান করিতে পারে নাই।* *এজাহার প্রদ: ১ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় আসামী মাজেদ গোবিন্দল বাজার হইতে তাহার বাড়িতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লয়। উক্ত অবৈধ বিদ্যুতের তারে জড়াইয়া জিয়াউর রহমান মৃত্যুবরন করে। স্থানীয় লোকজন অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগে বিপদ ঘটিতে পারে মর্মে আসামী মাজেদকে সাবধান করিয়া দেয়। ভিকটিম জিয়া তাহার বাড়ির পূর্ব দিকে পুকুরের পাশে আসামীর বাড়িতে লওয়া অবৈধ বিদ্যুতের তারের সাথে জড়াইয়া মারা যায় । এখানে স্পষ্ট বর্ননা আছে আসামী জিয়ার বাড়ির পূর্ব দিকে পুকুর। পুকুরে যাবার রাস্তায় বৈদ্যুতিক তারে জড়াইয়া জিয়া মারা যায়। এজাহার দৃষ্টে স্পষ্ট বোঝা যায় পুকুরের পাড় হইল ঘটনাস্থল। প্রাথমিক তথ্য বিবরনী প্রদ: ৭ এ উল্লেখ আছে ঘটনাস্থল*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গোবিন্দল বাজার হইতে ২$\frac{১}{২}$ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিনে। *পি, ডব্লিউ-১ এজাহারকারী মোঃ মোস্তফা তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছে যে, জিয়াউর রহমান তাহার বাড়ির পূর্ব দিকে পুকুরে গোসল করার জন্য যাইতেছিল। ১নং আসামীর বাড়িতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের তাওে জড়াইয়া জিয়া মারা যায়। আসামী মাজেদের দোকান হইতে তাহার বাড়ীতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লয়। আসামী মাজেদের বাড়ি পুকুরের পূর্ব দক্ষিন কোনায় অবস্থিত। পুকুরের দক্ষিনে আসামী আকবরের বাড়ি। আসামী মাজেদের বাড়ি ও মৃত জিয়ার পিতা বাচ্চুর বাড়ি পাশাপাশি।* *এজাহার, এজাহারকারীর জবানবন্দি ও জেরা এবং অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য জেরা বিশ্লেষন করিলে দেখা যায় গোবিন্দল গ্রামে আসামী মাজেদ তাহার বাড়িতে বাজার হইতে যে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লইয়াছিল সেই অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের পাশে আলী আকবর ও বাচ্চুর বাড়ি অবস্থিত। বাচ্চুর ছেলে হইল মৃত জিয়া। বাচ্চুর বাড়ির পূর্ব দিকে পুকুর বাচ্চুর বাড়ি হইতে পুকুরে আলী আকবরের বাড়ির পাশ দিয়া গোসল করিতে যাওয়ার সময় বৈদ্যুতিক তারে জড়াইয়া জিয়া মারা যায়। পুকুর পাড় এবং আলী আকবরের বাড়ির পার্শ্বে হইল ঘটনাস্থল। এই বিষয়টি এজাহার এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য জেরা হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রমানিত হইয়াছে। তাই, এই মামলায় কোন পি,ও, নাই ঘটনাস্থল নাই বলিয়া আসামী পক্ষ যে, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে তাহা মোটেই গ্রহন যোগ্য নয়।* *আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বাদীপক্ষের সাক্ষীগণ পরস্পর আত্মীয় তাই, বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা আসামীদের বিরূদ্ধে অভিযোগ প্রমান হয় নাই।* *আপিলের স্মারকে বলা নাই যে, কোন কোন সাক্ষী বাদীর আত্মীয় এবং কোন কোন সাক্ষী স্বার্থপর। এই বিষয়টি আপীলের স্মারকে নির্দিষ্টভাবে বলে নাই। তথাপি সাক্ষ্য জেরা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় পি, ডব্লিউ-১ হইল এজাহারকারী মৃত জিয়াউর রহমানের মামা। জিয়ার চাচাতো শালা হইল বাবুল। পি, ডব্লিউ-৩ বাচ্চু মিয়া হইল মৃত জিয়ার পিতা। পি, ডব্লিউ-৪ জিয়ার মামা, পি, ডব্লিউ-৭ রোহেলা বেগম মৃত জিয়ার মা। পি, ডব্লিউ-৮ হইল স্থানীয় ইউ.পি. মেম্বার পি, ডব্লিউ-৯ হইল ইউ.পি. চেয়ারম্যান। পি, ডব্লিউ-১০ হইল ফরিয়াদী এবং আসামীদের উভয়েই প্রতিবেশী।* *এই মামলায় সকল সাক্ষীগণ এজাহারকারী আপন আত্মীয় নয়। ইহা ছাড়া একজন ইউ.পি. মেম্বার সহ একজন চেয়ারম্যান এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছে। তাহারা হইল পি, ডব্লিউ-৮ মোতালেব এবং পি, ডব্লিউ-৯ হইল চেয়ারম্যান মাজাহারূল হক।* *মেম্বার এবং চেয়ারম্যান উভয়েই জিয়ার মৃত্যুর কথা শুনিয়া লাশ দেখিতে যায়। তাহারা বাচ্চুর ছেলে জিয়ার লাশ দেখে এবং শোনে যে, জিয়া বিদ্যুৎ পিষ্ঠ হইয়া মারা গিয়াছে। উভয়ে সুরত হালের সাক্ষী। স্থানীয় অন্যান্য সাক্ষীগন সাক্ষ্য দিয়াছে যে, জিয়াওর রহমান বিদ্যুৎ পিষ্ঠ হইয়া মারা গিয়াছে। উভয়ের প্রতিবেশী সাক্ষী আতোয়ার রহমান সেও বলিয়াছে তাহার বাড়ির পার্শ্বে জিয়ার বাড়ি, সে লাশ দেখিয়াছে। ডাক্তার কে,এম তারিক পি,ডব্লিউ-১১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছে। সেও বলিয়াছে যে, বিদ্যুৎ পিষ্ঠ হইয়া জিয়াওর রহমান মারা গিয়াছে। ডাক্তার ময়না তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জিয়াওর রহমান বিদ্যুৎ পিষ্ঠ হইয়া মারা গিয়াছে এই বিষয়টি যেমন সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত তেমনি আসামীপক্ষ এই বিষয়টি কোথাও চ্যালেঞ্জ করে নাই। *এখন প্রশ্ন হইল আসামীদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের কারণে জিয়ার রহমানের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল কিনা এবং ইহার জন্য কে কে দায়ী।* *সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য জেরা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আসামী মাজেদ তাহার বাড়িতে জার হইতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লয় এবং বিপদ ঘটিতে পারে সেই আশঙ্কায় আসামী মাজেদকে নিষেধ করা হয়। এই বিষয়টি পি,ডব্লিউ-১ মোস্তফা, পি, ডব্লিউ-২ বাবুল তাহাদের জবানবন্দিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। আসামী মাজেদ বাজার হইতে তাহার বাড়িতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লইয়াছিল এই বিষয়টি সাক্ষীদের জেরা হইতে প্রমানিত। আসামী মাজেদের বাড়ির অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের কারনে ভিকটিম জিয়াউর রহমান বিদ্যুৎ পিষ্ঠ হইয়া মারা গিয়াছে। এই বিষয়টি সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য জেরা হইতে সত্য ও বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া সকল সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমানিত হইয়াছে। তাই, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামী মাজেদকে দন্ড বিধির ৩০৪(ক) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড সহ ৫,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড সম্বলিত রায় ও দন্ডাদেশ আইনানুগ ও সঠিক হওয়ায় উক্ত সিদ্ধান্ত হস্তক্ষেপযোগ্য নয়, বহাল যোগ্য।* *আসামী উসমান এবং সিরাজদের বাড়িতে বা অন্য কোথাও অবৈধ বিদ্যুতের তার সংযোগ লইয়াছিল এবং তাহাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের কারনে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু ঘটে এই মর্মে আদালতে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় নাই বা অভিযোগ ও করে নাই। তাই আপীলকারী আসামী সিরাজ ও উসমান এর বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্য ও অবহেলার কারনে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই। আসামী মাজেদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের কারনে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়িতে লাগানোর কারনে ভিকটিম জিয়া গত ২৬.৯.৯৭ ইং তারিখে গোবিন্দল গ্রামে ভিকটিমের বাড়ির পুকুর পাড়ে বিদ্যুৎ পিষ্ঠ হইয়া মারা যায় । উক্ত মৃত্যুর জন্য আসামী উসমান ও সিরাজ দায়ী নয় বা তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় নাই । তাই, আসামী উসমান ও সিরাজ দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধারার অপরাধের দায় হইতে নির্দোষ সাব্যস্থে বেকসুর খালাস পাওয়ার যোগ্য।* *অতএব,* *আদেশ হইল যে,* *অত্র ফৌজদারী আপীলটি দোতরফা শুনানী অন্তে আংশিক মঞ্জুর করা গেল। আপীলকারী আসামী উসমান ও সিরাজের বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দোষী সাব্যস্থ করিয়া যে, রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা রদ রহিত করা হইল এবং আসামী উসমান ও সিরাজকে দন্ড বিধির ৩০৪(ক)/৩৪ ধারার অপরাধের দায় হইতে নির্দোষ সাব্যস্থে খালাস দেওয়া হইল। আসামীর জামিনদারগনকে জিম্মা নামার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া গেল। আসামী উসমানের বিরুদ্ধে জারীকৃত ডব্লিউ/এ রিকল করা হউক।* *আপীলকারী আসামী মো: মাজেদ পিতামৃত সামসুদ্দিন কে দন্ড বিধির ৩০৪(ক) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড সহ ৫,০০০/- টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডাদেশ সম্বলিত যে রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা এতদ্বারা বহাল রাখা হইল। দন্ডিত আপীলকারী আসামী মাজেদের জামিন বাতিল করা হইল। তাহাকে নিম্ন আদালতে অবিলম্বে হাজির হওয়ার*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নির্দেশ দেওয়া গেল। আসামী মাজেদের দন্ডাদেশ আইনানুগভাবে কার্য্যকরী করার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেওয়া গেল। এই মামলায় আসামী মাজেদ এর হাজতকালীন সময় মূল দন্ড হইতে বাদ যাইবে। *রায়ের অনুলিপি সহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি অবগতি ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সত্বও প্রেরণ করা হউক।* *আমার কথিত মতে লিখিত ও সংশোধিত* *স্বাক্ষর/অস্পষ্ট* — *মো: মোতাহার হোসেন, অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ, ৫/১০/০৫* *স্বাক্ষর/অস্পষ্ট* — *মো: মোতাহার হোসেন, অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ। ৫/১০/০৫* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৬.০৯.৯৭ এজাহারকারী মোঃ মোস্তফা যে এজাহারটি দায়ের করেন তা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** বরাবর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিংগাইর থানা, মানিকগঞ্জ। বিষয়ঃ- এজাহার। জনাব, সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি মোঃ মোস্তফা, পিতা রজজব আলী সাং গোবিন্দল, থানা-সিংগাইর, জেলা মানিকগঞ্জ এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করিতেছি যে, আসামী (১) মাজেদ, পিতামৃত সাইজুদ্দিন (২) আলেছ, পিতামৃত ইউসুব (৩) জসীম পিতামৃত ইউসুব (৪) সিরাজ পিতা সিফাতুল্লা (৫) ওসমান পিতামৃত সুজাই সর্ব সাং গবিন্দল থানা সিংগাইর জেলা মানিকগঞ্জ দীর্ঘদিন যাবত ১নং আসামী গোবিন্দল নতুন বাজারে থাকা তাহার দোকান ঘর হইতে অবৈধভাবে নির্ভরযোগ্যহীন তার দ্বারা প্রায় ১০০০ মিটার দুরে ১নং আসামীর বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয় এবং অন্যান্য আসামীদের বাড়িতে সংযোগ দেয়। এই অবৈধ সংযোগের কারনে বিপদ হইতে পারে বিধায় এলাকার লোকজন ১নং আসামীকে সংযোগ দিতে মানা করে ও বাধা দেয় কিন্তু ১নং আসামী সেই বাধায় কর্নপাত না করিয়া তাহার অবৈধ ব্যবসা চালাইয়া যাইতে থাকে এবং বলে এই বিদ্যুৎ দ্বারা যদি কেহ মরে মরবে আমার কি? অদ্য ইং ২৬.০৯.৯৭ তারিখে রোজ শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৭ টার সময় আমার ভাগ্নে মোঃ জিয়া রহমান পিতা বাচ্চু মিয়া সাং গোবিন্দল থানা সিংগাইর জেলা মানিকগঞ্জ তাহাদের বাড়ীর পুর্ব দিকে নিজ পুকুরে গোসল করিবার জন্য যাওয়ার পথে ১নং আসামীর বাড়িতে নেওয়া সংযোগ তার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। আমার ভাগ্নের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জন্য এই আসামীগণ দায়ী। আমার মনে হয় আমার ভাগ্নেকে মারার জন্যই পূর্বপরিকল্পিতভাবেই তাহার সংযোগ দেওয়া হইয়াছে। ঘটনার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমান আছে। অতএব হুজুরের সমীপে প্রার্থনা অনুগ্রহ পুর্বক আসামীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দানে এবং সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আমার ভাগ্নের নির্মম মৃত্যুর জন্য দায়ী আসামীদের বিচার করিয়া চির বাধিত থাকিবেন। নিবেদক মোঃ মোস্তফা পিতা রজ্জব আলী **পি,ডব্লিউ-১ মোঃ মোস্তফা কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি ও জেরা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"আমি অত্র মামলার এজাহারকারী। মৃত জিয়াউর রহমান আমার ভাগিনা। বিগত ইংরেজী ২৬.৯.৯৭ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৭ ঘটিকায় আমার ভাগিনা মোঃ জিয়াউর রহমান আমার বাড়ীর পুর্ব দিকে পুকুরের দিকে গোসল করার জন্য যাইতেছিল তখন আমার ভাগিনা অবৈধ বিদ্যুতের তার এ স্পর্শ হইয়া মারা যায়। ঐ বৈদ্যুতিক তার মাজেদ এর দোকান হইতে নিয়াজ দোকানে সংযোগ লাগায়। অতঃপর নিয়াজের দোকান হইতে অবৈধ তারে বৈদ্যুতিক লাইন আসামী আনিচ, কসীম, রহমান, ফোরকান মুনসী, আবদার হোসেন, রহমান মিস্ত্রি, রেজয়ান আব্বাছ, আসমান, সালমা বেগম সংযোগ লাগায় এবং উক্ত অবৈধ লাইনে বৈদ্যুতিক পিষ্ট হইয়া আমার ভাগিনা মোঃ জিয়াউর রহমান মারা যায়। নিয়াজের দোকান হইতে আসামীদের বাড়ী দুরত্ব অনুমান ১ কিঃ মিঃ দূরে হইবে। আমার ভাগিনা উক্ত অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইনে লাগিয়া মারা গেলে আমি অত্র এজাহার দায়ের করি। এই সেই আমার কথিত এজাহার প্রঃ নং ১ এবং উহাতে এই আমার দেয়র টিপ। ভাগিনা অবৈধ বৈদ্যতিক লাইনে লাগিয়া মারা যাওয়ার পর থানা থেকে পুলিশ আসে এবং আমার ভাগিনার সুরাতল রিপোর্ট তৈরী করে ও সাক্ষীদের দস্তখত নেয়। অতঃপর পুলিশ আমার ভাগিনার লাশ ময়না তদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। আসামী মাজেদ, উসমান, জসীম ও সিরাজঃ- মৃত জিয়াউর রহমানের আমি মামা হই। মৃত জিয়াউর রহমানের মামা জীবিত আছে। ১নং আসামী মাজেদ এর দোকানে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়া হইয়াছিল এবং উক্ত দোকান হইতে অন্যান্য আসামীদের বাড়ীতে অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়া হইয়াছিল (অপাঠ্য) এজাহারে সুনির্দিষ্টভাবে আসামীদের নাম উল্লেখ করি নাই। আসামী সিরাজের দোকান হইতে অবৈধভাবে আসামী আফিম যখন অবৈধভাবে বৈদ্যুতিক লাইন নেয় তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম (অপাঠ্য) উহায় তারিখ, সন, মাস আমার মনে নাই। আমি কোন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি নয়। আসামী আনিস বৈদ্যতিক মিস্ত্রি নয়। বৈদ্যুতিক কাজ বৈদ্যুতিক মিস্ত্রিরা করে। বৈদ্যুতিক তার কত নম্বর তাহা আমার জানা নাই। আমি এইটা বাঁশের খুটি মৌলভী সাহেব এর জায়গার মধ্যে। কিন্তু উক্ত মৌলভী সাহেব অত্র মামলায় কোন সাক্ষী নাই। আসামীদের অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন নেওয়ার ব্যাপারে গ্রামবাসীরা কে কে বাধা প্রদান করিয়াছিল তাহা এজাহারে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করি নাই। আসামীদের অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন নেওয়ার সব সময় আমি উপস্থিত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ছিলাম না। মাজেদ এর দোকন হইতে পুকুরের দুরত্ব আধা কিলোমিটার হইবে এবং তাহার মধ্যে কোন বৈদ্যুতিক খুটি ছিল না। ঐ আধা কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে মৌলভী সাহেবের জমির উপর একটি বাঁশের খুটি ছাড়া অন্য কোন খুটি দেখি নাই। আসামীরা অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন বাঁশের খুটি দিয়া নিয়াছে তৎমর্মে আমি পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে জানাই নাই। আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ঘটনার কথা বলিয়া ছিলাম। আধা কিলোমিটার দুরত্বতে কত গজ তার লাগে তাহা আমি বলিতে পারি না। পুকুরের লাগা পশ্চিম মৃত জিয়ার পিতা বাচ্চুর বাড়ী। পুকুরের দক্ষিনে আলী আকবর এর বাড়ী। আসামী মাজেদ এর বাড়ী পুকুরের অনেক দুরের পুর্ব দক্ষিনে অবস্থিত। মৃত জিয়াউর রহমানের লাগ আলী আকবর এর বাড়ীর পাশাপাশি। এবং বাচ্চুর বাড়ীও আলী আকবর এর বাড়ী পাশাপাশি অবস্থিত। বাচ্চুর বাড়ীর কিছু অংশ আওলাদ খরিদ করিয়া তথায় বসতবাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহা সত্য নয় যে, মৃত জিয়াউর রহমান বৈদ্যুতিক কাজ জানিত আলী আকবর এর বাড়ীতে বিদ্যুৎ আছে। ইহা সত্য নয় যে, বাচ্চু, আওলাদ ও আলী আকবর এর বাড়ীতে অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন আছে। ইহা সত্য নহে যে, মৃত জিয়াউর রহমান আলী আকবর এর বাড়ীতে ছিল। ইহা সত্য নয় যে, মৃত জিয়া প্রায়ই আলী আকবর এর বাড়ীতে থাকিত। ইহা সত্য নহে যে, বাচ্চু ও আলী আকবর এর বাড়ী একই দাগে অবস্থিত। ইহা সত্য নহে যে, মৃত জিয়ার সাথে আলী আকবর এর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ইহা সত্য নহে যে, ঘটনার রাত্রে মৃত জিয়া (অপাঠ্য) সহিত রাগ করিয়া ভাত খায় নাই। আলী আকবর এর বাড়ীর দক্ষিনে রসুলের বাড়ী আছে এবং তার দক্ষিনে বাবুল আক্তার এর বাড়ী। ইহা সত্য নহে যে, বাচ্চুর বাড়ী হইতে আলী আকবর, বাবুল আক্তার অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন নিয়াছিল এবং তাহাতে মৃত জিয়াউর রহমান বৈদ্যুতিক পিষ্ট হইয়া মারা যায় এবং মৃত জিয়া নিজেও মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ঐ তারে লাগিয়া মারা গিয়াছে এবং মৃত জিয়াউর রহমান উক্ত দুর্ঘটনার কারনে মারা গিয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, আসামী মাজেদ এর কাছ থেকে ৫০০০/-টাকা ধার নিয়াছিলাম এবং সেই টাকা মাজেদ তাগাদা করায় মাজেদ সহ তাহার আত্মীয়দের অত্র মামলায় জড়িত করিয়াছি। ইহা সত্য নহে যে, এজাহারে বর্নিত ঘটনা মিথ্যা। *আসামী কোরবান আলী, আঃ রহমান রেজ্জাক, রহমান মিস্ত্রি, আবদার হোসেন, আসমান ও সালমা পক্ষে জেরাঃ-* *আসামী মাজেদ এর দোকান ঘর হইতে তাহার (মাজেদ) বাড়ীতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেয়। আসামী মাজেদ এর দোকান হইতে বৈদ্যুতিক লাইন আসামী সিরাজ তাহার দোকানে নিয়াছে তাহা আমার এজাহারে বর্নিত নাই এবং সিরাজের দোকান হইতে আসামী মাজেদ তাহার বাড়ীতে অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইন নিয়াছে তাহা আমার এজাহারে বলা হয় নাই। আমি আসামীদের অবৈধ বৈদ্যতিক লাইন নেওয়ার ব্যাপারে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বরাবরে কোন অভিযোগ দিয়াছি তাহার কোন কাগজপত্র আমার কাছে নাই। আমি আসামী কোরবান, রহমান মিস্ত্রি, আঃ রহমান, রেজ্জাক, আসমান ও মামলা সম্পর্কে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বরাবরে কোন অভিযোগ দেই নাই। আজিমপুর গ্রাম ও (অপাঠ্য) গ্রামের সহিত বহু দিন ধরিয়া নির্বাচন নিয়া কোন্দল রহিয়াছে। আসামী সালমার ভাসুর তথায় চেয়ারম্যান হইয়াছে এবং তাহার বাড়ী আজিমপুর গ্রামে। ইহা সত্য নহে যে, আসামী সালমাকে মিথ্যাভাবে অত্র মামলায় জড়িত করিয়াছি। ইহা সত্য নহে যে, কোরবান, রহমান মিস্ত্রি, রহমান, রেজ্জাক, আসমান, আবদার ও সালমা বাড়ীতে কোন অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নাই। ইহা সত্য নহে যে, মৃত জিয়াউর রহমান আসামীদের অবৈধ বৈদ্যুতিক লাইনে পিষ্ট হইয়া মারা যায় নাই।''
		স্বীকৃতমতেই, আলোচ্য বৈদ্যতিক লাইনটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির। কিন্তু পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কোন লোক অত্র মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে আসেনি। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তিও অত্র আদালতে উপস্থিত হয়ে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখেননি। ভিকটিম জিয়াউর রহমান বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে মারা গেছে সত্য কিন্তু তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আসামীগণ কর্তৃক বিদ্যুৎ পিষ্ট করে মারা হয়েছে তৎমর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান উপস্থাপন করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সক্ষম হননি। শুধুমাত্র অভিযোগকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা সঠিক তদন্ত না করে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তেমনিভাবে বিজ্ঞ উভয় আদালতের বিচারকদ্বয়ও গতানুগতিকভাবে মোকদ্দমায় রায় প্রদান করেছেন। ভিকটিম জিয়াউর রহমান কিভাবে বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে গেলেন কিভাবে বিদ্যুতের তার তাঁর শরীরের সংস্পর্শে আসল সে সম্পর্কে প্রসিকিউশনের একজন সাক্ষ্যও দেখেন নাই। ফলে ভিকটিম জিয়াউর রহমান কোথায় বিদ্যুতের স্পর্শে এসেছিলেন কখন তাকে বিদ্যুৎ স্পর্শ করেছিল সে বিষয়ে প্রসিকিউশ সাক্ষ্য প্রমান আদালতের নিকট উপস্থাপন করতে সক্ষম হন নাই। ভিকটিম যখন বিদ্যুৎ পিষ্ট হয় তখন ভিকটিমের আশেপাশে অত্র আসামীরা কেহই ছিলনা স্বীকৃত। তাহলে অত্র আসামীদেরকে কিভাবে আসামী করা হল। ভিকটিম জিয়াউর রহমান এর সুরতহাল এবং পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী ভিকটিম বিদ্যুৎ স্পর্শ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু উক্ত বিদ্যুৎ স্পর্শে অত্র আসামীগনের জড়িত থাকার বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষ প্রমান করতে সম্পুর্ণরুপে ব্যর্থ হয়েছে। নথী দৃষ্টে প্রতীয়মান যে, ভিকটিম জিয়াউর রহমান বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু ভিকটিম জিয়াউর রহমানকে অত্র আসামীদের কেহই ধরে এনে বিদ্যুতের তার দিয়ে তার শরীরে স্পর্শ করে তাকে হত্যা করে নাই। বরং ভিকটিম জিয়াউর রহমান গোসল করতে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ লাইনে স্পর্শ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। অত্র মোকদ্দমায় বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় সঠিক ও ন্যায়ানুগ হয় নাই। সার্বিক বিবেচনায় অত্র রুলটি চুড়ান্ত হওয়ার যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হল। বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, আদালত নং-১, মানিকগঞ্জ কর্তৃক দায়রা মামলা নং-০৫/১৯৯৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২২.০৪.২০০১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ১৯/২০০১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৫.১০.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। আসামী-দরখাস্তকারী মাজেদকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। প্রমানীত না হওয়ায় অত্র মামলার অন্যান্য দন্ডপ্রাপ্ত আসামীগণকেও অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।